দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ .....

শেকৃবিতে ডিগ্রি নিয়ে অস্বস্তিতে শিক্ষার্থীরা

পরিবর্তনের জন্য ভিসিকে স্মারকলিপি

■ শেকৃবি সংবাদদাতা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির নাম নিয়ে প্রতিনিয়ত অস্বস্তিতে দিন কাটছে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদের প্রায় ৫'শ শিক্ষার্থীর। কর্মক্ষেত্রে ডিগ্রির নামটি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এই অনুষদের শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেও সব চাকরিতে আবেদন করতে পারছে না। অন্যদিকে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেও বিসিএস এ প্রফেশনাল কোটার সুবিধা পান না।

এছাড়া স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ব্যাংক, এনজিও, বিদেশি সংস্থায় চাকরির ক্ষেত্রে এ অনুষদের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি বর্তমান ডিগ্রির নাম 'বিবিএ ইন এগ্রিবিজনেস' নিয়ে বিভিন্ন চাকরির মৌখিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নানা বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে বৈষম্যমূলক এ ডিগ্রি নিতে চান না শিক্ষার্থীরা। তারা ডিগ্রির নাম 'বিবিএ ইন এগ্রিবিজনেস' এর পরিবর্তে 'বিএসসি ইন এগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স' করার জন্য উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

স্মারকলিপিতে শিক্ষার্থীরা বলেন, বাংলাদেশের রুগ্নপ্রায় কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের জন্য ২০০৭ সালে এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদ চালু করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে 'বিএসসি ইন এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট' এর পরিবর্তে 'বিবিএ ইন এগ্রিবিজনেস' করা হয়।

আমরা মনে করেছিলাম এবং আমাদের বুঝানো হয়েছিল ডিগ্রির নাম পরিবর্তন হলে আমাদের চাকরির বাজারে প্রবেশ সহজসাধ্য হবে। কিন্তু বাস্তবতা হল বর্তমান ডিগ্রি দিয়েও প্রত্যাশিত চাকরিতে দরখাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে, কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুষদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারছে না। পিএসসিতে বর্তমান ডিগ্রির নামও অন্তর্ভুক্ত না থাকায় শিক্ষার্থীদের বিসিএস পরীক্ষায় Others অপশনে গিয়ে ডিগ্রির নাম লিখতে হয়।